



## 12667 - তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত

### প্রশ্ন

আশা করব তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের বিষয়টি স্পষ্ট করবনে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি স্ত্রীর সাথে বাসর করা ও তার সাথে নরিজনবাস করার পূর্বে তাকে তালাক্ব দয়ো হয়; অর্থাৎ সহবাস করা, নরিজনবাস করা ও সহবাসপূর্ব যটোনাচার করার পূর্বে তাকে তালাক্ব দয়ো হয় তাহলে তার উপর কোন ইদ্দত নহে। তাকে তালাক্ব দয়োর সাথে সাথে সেই নারী বচ্ছিন্ন হয়ে যাবনে এবং অন্য পুরুষেরে জন্য বধে হয়ে যাবনে। আর যদি স্বামী তার সাথে বাসর করে থাকনে, নরিজনবাস করে থাকনে বা সহবাস করে থাকনে তাহলে সে নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তার ইদ্দতেরে বিবরণ নমিনরূপ:

এক: যদি সেই নারী গর্ভবতী হন তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তার ইদ্দত; চাই সেই সময়টি দীর্ঘ হোক কথিবা সংক্ষিপ্ত হোক। হতে পারে স্বামী সকালে তাকে তালাক্ব দলি যোহররে পূর্বে সেই নারী সন্তান প্রসব করলনে। এতহে তার ইদ্দত শেষে। হতে পারে তাকে মুহাররম মাসে তালাক্ব দলি, কনিত্তু তিনি জলিহজ্জ মাসরে পূর্বে সন্তান প্রসব করবনে না। এভাবে ইদ্দত পালন অবস্থায় তাকে বার মাস কাটতে হবে। মূলকথা হলো: সাধারণভাবে গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর গর্ভবতীদরে সময়কাল হলো তাদরে সন্তান প্রসব করা”।

দুই: আর যদি তালাক্বপ্রাপ্তা নারী অ-গর্ভবতী হন এবং হায়েবতী শরণীর নারী হন তাহলে তার ইদ্দত হলো তালাক্বেরে পর পরপূর্ণ তিনি হায়েযে। অর্থাৎ তার একবার হায়েযে হবে, এরপর তিনি পবতির হবনে। এরপর আবার হায়েযে হবে এবং পবতির হবনে। এরপর আবার হায়েযে হবে এবং পবতির হবনে। এটাই হলো পরপূর্ণ তিনি হায়েযে; চাই এই সময়কাল দীর্ঘ হোক কথিবা সংক্ষিপ্ত হোক। এই আলোচনার আলোকে যদি দুগ্ধপালনকালীন সময়সীমাতে স্বামী তাকে তালাক্ব দিয়ে এবং দুই বছরে আগে তার হায়েযে না হয়; সক্ষেত্রেও সে নারী তনিবার হায়েযে হওয়া পর্যন্ত সময়কাল ইদ্দতে থেকে যাবনে। এতে করে তার ইদ্দতকালীন সময় দুই বছর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল হয়ে যাবে। মটেকথা: পরপূর্ণ তনিবার হায়েযে হওয়া এটাই তার ইদ্দত; সেই সময়টি সুদীর্ঘ হোক কথিবা নাতিদীর্ঘ হোক। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিনি রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৮]



তনি: আর যবে নারীর বয়স অতিক্রম হওয়ার কারণে তার হায়যে হয় না কথিবা বয়স বশেহিওয়ার কারণে হায়যে স্থগতি হয়ে যায়; তার ইদ্দত হচ্ছে তনি মাস। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের যবে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নহে তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তনি মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছনোঁ তাদেরও” [সূরা তালাক্ব, আয়াত: ৪]

চতুর্থ: যদি এমন কোন কারণে হায়যে বন্ধ হয়ে যায়; যবে কারণে ব্যাপারে জানা যায় যবে, পুনরায় আর হায়যে হবে না; যমেন: গর্ভশয় অপসারণ করার কারণে। এমন নারীও বয়স্ক নারীর মত তনি মাস ইদ্দত পালন করবেন।

পাঁচ: যদি কোন কারণে হায়যে বন্ধ থাকে এবং সেই নারী জানেন যবে, কি কারণে হায়যে বন্ধ আছে তাহলে সেই কারণটি দূর হওয়া অবধি তনি অপেক্ষা করবেন। হায়যে ফরিলে হায়যে মতে ইদ্দত পালন করবেন।

ছয়: যদি হায়যে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই নারী না জানেন যবে, কি কারণে হায়যে বন্ধ রয়েছে; তার ব্যাপারে আলমেগণ বলেন: এই নারী পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করবেন। নয় মাস গর্ভরে জন্ম এবং তনি মাস ইদ্দতরে জন্ম।

তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতরে প্রকারভেদে।